দৈনিক
ইনকিলাব

29 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬
Report

চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী

দুর্নীতি দমন অভিযানেও বহাল তবিয়তে শিক্ষা বিভাগের সিন্ডিকেট সদস্যরা

মানুষ গড়ার কারিগর দূর-দূরান্তের শিক্ষকদের ঘুষ-দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরতে হ[illegible]

স্টাফ রিপোর্টার : 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী'। শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে অভিহিত করা হলেও শিক্ষাবোর্ড থেকে শুরু করে অধিদপ্তর হয়ে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত চলছে সুশিক্ষার বদলে অনিয়ম-দুর্নীতি আর লুটপাটের চর্চা। সুদীর্ঘকাল ধরে এই লুটপাট, অনিয়ম আর ঘুষের রাজত্ব দেশের এই খাতটিতে চলে আসলেও 'ওয়ান-ইলেভেন'-এর পটপরিবর্তনের পর দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল এবার হয়তো এর একটা গতি হবে। আবারো হয়তো শিক্ষার মত একটি স্পর্শকাতর খাতের সরকারী দপ্তরসমূহের সকল অনিয়ম-দুর্নীতি নির্মূল হবে। ফিরে আসবে [illegible]বিরোধী অভিযানের ছোঁয়ায় দীর্ঘদিনের ঘুষ-দুর্নীতির রেওয়াজের পরিবর্তন হবে। কিন্তু বিধিবাম কিছুতেই কিছু হয়নি শিক্ষা ভবন কিংবা মন্ত্রণালয়ে প্রতিষ্ঠিত অনিয়[illegible] দুর্নীতির। বহাল তবিয়তে রয়েছেন তার ক্রীড়নকরা। উচ্চপদস্থ কতিপ[illegible] আমলার আশীর্বাদে অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিত্যনতুন কৌশ[illegible] পাল্টিয়ে তাদের সকল অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। ধরে রেখেছেন তাদে[illegible] বহুদিনের পুরনো শিক্ষা। ঘুষের রাজত্বে কৌশল পাল্টানোর ক্ষেত্রে মা[illegible] খাটাতে গিয়ে তাদের (জড়িত কর্মচারীদের নাম না প্রকাশের শ[illegible] মন্তব্য হলো- 'শিক্ষার কোনো শেষ নেই। সেই দেড় [illegible] শুরু করার পর।

চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার গেলো- তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাচ্ছে- কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের (শিক্ষা ভবন) ঘুষ-দুর্নীতির কোন শেষ নেই। এসব দপ্তরে গড়ে ওঠা পুরনো শক্তিশালী সিন্ডিকেটের সদস্যরা রয়েছেন বহাল তবিয়তে। বর্তমান দুর্নীতিবিরোধী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মাথায় ব্যর্থতার দায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা (আয়ুব কাদরী) পদত্যাগ করে ঘরে ফিরলেও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রীতিমত চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের পুরনো কাজ। ছোট একটি ফাইল (দরখাস্ত) নথিভুক্ত করলেও দিতে হয় নগদ টাকা। দূর-দূরান্ত থেকে আগত স্কুল-কলেজের সহজ-সরল সম্মানিত শিক্ষকরা এসে প্রথমেই হোঁচট খান শিক্ষা ভবনে। এরপর বহু চড়াইউৎরাই পার হয়ে যারা এই অনিয়মের বাজার (শিক্ষা ভবন) পার হতে পারেন- তারা আবারও গিয়ে আটকে যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে গেলেও ঘুরতে হয় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। অবশেষে মহান পেশায় নিয়োজিত সততার প্রতীক সম্মানিত এই শিক্ষকগণের ঘুষ-দুর্নীতি আর অনিয়মের শিক্ষা এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যেতে হয় নিজের এলাকা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মন্ত্রণালয়, সরকার তথা দেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা পাল্টে গিয়ে সৃষ্টি হয় এক মনোভাব। সম্প্রতি শিক্ষা ভবনের এক দালাল হাতেনাতে ধরা পড়ার পর সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত কতিপয় সদস্যের নাম বলে দেয়ায় সাময়িকভাবে শিক্ষা ভবনের ঘুষ-দুর্নীতির বিষয়টি আলোচনায় আসায় কিছুটা নড়াচড়া শুরু হয়েছে। তবে অধিদপ্তরের ডিজিসহ ঊর্ধ্বতন কর্তারা বিষয়টি খুব একটা আমলে নিচ্ছেন না। তাদের ভাষ্য হলো- তাদের প্রতিষ্ঠানে কোন দুর্নীতি নেই। তবে চোখের অগোচরে কিছু ঘটে থাকলে সেগুলোও কিভাবে বন্ধ করা যায় তার চিন্তা-ভাবনা করছেন তারা। বিষয়টি অনেকটা খাবার মুখে নিয়ে 'কাকের চোখ বুজে' থাকার মত। অথচ গোলাম মোস্তফা নামের এক দালাল ধরা পড়ার পর 'কেঁচো খুড়তে গিয়ে কেউটে' বের হয়ে আসার উপক্রম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে।

শিক্ষা ভবন বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল-মাদ্রাসা এবং কলেজের সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তদারকি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি শিক্ষক- কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানের এমপিও, টাইমস্কেলসহ সার্বিক বিষয়ে দেখভাল করা হয় এখান থেকে। কিন্তু সেবাদানকারী এই প্রতিষ্ঠানের বেশীরভাগ কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঘুষ ছাড়া তারা কাজ করেন না। খুশি করতে না পারলে কাজ তো হয়-ই না, সে ক্ষেত্রে ভোগান্তির সীমা-পরিসীমা থাকে না। অর্থ লেনদেন এবং ভোগান্তির ঘটনা ওখানে অনেকটা 'ওপেন সিক্রেট'। বিভিন্ন পর্যায় থেকে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৪ জনের একটি কালো তালিকা করা হয়েছিল বিগত জোট সরকারের শেষের দিকে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষা ভবনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য তাদের চাকরিচ্যুত অথবা অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার সুপারিশ করেছিল গোয়েন্দা সংস্থা। ওয়ান-ইলেভেনের পট পরিবর্তনের পর সরকারী অন্যান্য ভবন ও অফিসের মতো নড়েচড়ে বসে শিক্ষা ভবনও। মন্ত্রণালয়ও বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। ইতিপূর্বে গোয়েন্দা সংস্থাটির রিপোর্টকে ভিত্তি করে